R N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২৬শে অকটোবর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭, সডাক ৮,

জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের উন্নয়নে ৩·২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ অকটোবর—জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরের উন্নয়নে ক্যালকাটা মেটরোপলিটন প্রোজেকট্ অরগানাইজেসন ৩·২৫ লক্ষ টাকার ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। খবরটি সরকারী সূত্রের। দুই শহরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড-কাম-রিকসোষ্ট্যাণ্ড, নদী পর্যন্ত বাসষ্ট্যাণ্ডের রাস্তা সংস্কার, হরিজন বস্তির জন্য সাধারণ শৌচাগার নির্মাণ, রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটে রেষ্ট শেড, সিনেমা হল থেকে শ্মশান পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মাণ; নীলরতন, গোডাউন, আমবাগান ও ফিল্ড কলোনী—এই চারটি কলোনী মিলিয়ে একটি নালা তৈরী করে জল নিষ্কাশন, বালিঘাটা পল্লীতে জেলখানা থেকে একটি নালা সংস্কার ও সম্প্রসারণ, রাজের বাগান সড়ক এবং গুজিরপুর রোড পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি। পূর্ত বিভাগ থেকে এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নভেম্বর মাসে প্ল্যান-এষ্টিমেট পাঠানো হবে। ১৯৭৮ সালের মারচ মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে বলে জানানো হয়েছে।

যুবা-কিশোরদের বোম্বাই প্রবণতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ অকটোবর—হালফিল শহর রঘুনাথগঞ্জের এক শ্রেণীর যুবক ও কিশোরের মধ্যে বোম্বাই প্রবণতা বেশ বেড়েছে। পুলিশ সূত্রে তাদের বোম্বাই অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী জানা গেছে। এদের বয়স ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। সাধারণতঃ বোম্বাই-এর হিন্দী ছায়াচিত্র এই বয়সের কিশোর ও যুবকদের রঙিন স্বপ্ন দেখতে শেখায়, হাতছানি দেয়। সিনেমার নায়ক হবার আশায় তারা পাড়ি দেয় বোম্বাই। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জের যুবা ও কিশোরদের বোম্বাই প্রবণতা অন্য কারণে। তাদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, তারা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নাকি বোম্বাই পাড়ি দিচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম দলে ছিল ৪ জন। এদের 'দলনেতা' সুব্রত সাহা (১৫)—মূলধন ১৫ টাকা, 'সাকরেদ' প্রবীর দাস (১৪)—মূলধন শূন্য, নীলকান্ত সিংহ (১৪)—মূলধন ৬৮০ টাকা, জয়দীপ গোস্বামী (১৪)—মূলধন ৬০ টাকা। প্রত্যেকের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ শহরের হরিদাসনগর পল্লী। এরা হাওড়া ষ্টেশন থেকে বোম্বাই-এর টিকিট কাটার সময় ধরা পড়ে। টিকিটের জন্য কাউন্টারে শুধুই ১০০ টাকার নোট দিতে দেখে বুকিং ক্লারকের সন্দেহ হয়। তিনি তাদের ভেতরে ডেকে বসান এবং পুলিশের ভয় দেখিয়ে জানতে পারেন হাওড়ায় জয়দীপ গোস্বামীর আত্মীয় থাকেন। সেই আত্মীয়কে খবর দিলে তিনি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেয়ে পাচারের দায়ে হাতেনাতে তিনজন ধৃত

সাগরদীঘি, ২৬ অকটোবর—পোপাড়ার মোসাম্মৎ জুম্মা খাতুন নাম্নী জনৈকা ষোড়শীকে পাচারের দায়ে সাগরদীঘি পুলিশ উত্তরপ্রদেশের দু'জনসহ পোপাড়ার একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গত বুধবার পোপাড়ার আবদুল হক ষোড়শী জুম্মাকে নিয়ে সাগরদীঘি ষ্টেশন থেকে নলহাটীগামী ট্রেনে ওঠে। তাদের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের মোজাফ্ফরনগর জেলার ভূপ্পা থানার চোরাবালা গ্রামের কিষাণ ও আসগার আলি নামে দু'জন লোক ছিল। পোপাড়ার কিছু স্বেচ্ছাসেবক মোরগ্রাম ষ্টেশনে জোর করে ওই চারজনকে নামায় এবং হোমগারড বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে। তারা তাদের থানায় নিয়ে আসে। স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তিরা জুম্মাকে পাচারের উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জুম্মাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

নির্বিঘ্নে পূজো সমাপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা: অরঙ্গাবাদ শহরে একটি অপ্রীতিকর (প্রকাশযোগ্য নয়) ঘটনা এবং রঘুনাথগঞ্জের বীরথম্বা গ্রামে মারপিট ছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র দুর্গাপূজো নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর প্রভৃতি জায়গায় উৎসবের জোয়ারে প্রাণের সাড়া জাগে। সাগরদীঘিতে অন্যান্য বছরের

অসুরের পরনে পাঞ্জাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঙালী চিরদিন মহিষাসুরকে খালি গায়ে দেখতে অভ্যস্ত। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটে জঙ্গিপুর সংস্কৃতী লাইব্রেরীর পূজো মণ্ডপে। সেখানে অসুরকে কাজ করা পাঞ্জাবি পরিয়ে কেতাদুরস্ত বাঙালী সাজানো হয়। তাই দেখে রসিকজন মন্তব্য করেন, মা দুর্গাকে ম্যাক্সি আর কার্তিককে কুতুবপুরের প্যান্ট পরাতে দোষের কি ছিল?

মত বিসর্জনের দিন দীঘির পাড় বাজি পোড়ানোর ধুমে যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়। জঙ্গিপুরের নৌকা বাঁইচ দেখতেও বিপুল জনসমাগম ঘটে। পূজো উপলক্ষে এবার পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। রঘুনাথগঞ্জের সার্বজনীনতলা মিরজাপুরের রেলওয়ে কলোনী ও সাহাপাড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্ত্রীরোগ বিভাগের ডাক্তার কবে আসবেন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ অকটোবর—জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশ্বাস দীর্ঘ দু'মাস ধরে ছুটিতে আছেন। ছুটিতে থাকাকালীন ডাঃ সাহা তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুদিন থেকে তিনিও হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকায় এই অঞ্চলের বহু রোগিণী তাঁদের চিকিৎসার জন্য এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ত্তমানে ঐ বিভাগের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের কাজকর্ম্মের উপর রোগীদের আস্থা রাখা যায় না বলে দুঃখের সঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন জঙ্গিপুর কলেজের জনৈক ভুক্তভোগী অধ্যাপক। জনসাধারণের এই অসুবিধা বিষয়ে বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সিনেমা কর্মী ধর্ম্মঘট

ধুলিয়ান, ২০ অকটোবর—বোনাস ও সি এল আই-সহ ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে ধুলিয়ান মায়া টকীজের কর্মীরা গত ৮ অকটোবর থেকে ধর্ম্মঘট শুরু করেন। স্থানীয় ৪টি গণসংগঠন সিনেমা কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। ১০ অকটোবর বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে শিবু সান্যাল ও স্থানীয় সমিতির সঙ্গে মালিকপক্ষের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে বলা হয়, স্থায়ী কর্মীরা ১২% হারে এবং অস্থায়ী কর্মীরা ৮·৩৩% হারে বোনাস পাবেন। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য দাবি-দাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

প্রতীক ধর্ম্মঘট: রঘুনাথগঞ্জ, ২১ অকটোবর—রঙিন চলচ্চিত্রের ওপর সারচারজ ধার্যের প্রতিবাদে গত সোমবার শহরের সিনেমা হলে একদিনের প্রতীক ধর্ম্মঘট পালিত হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

বিজয়োত্তর

মহালয়ায় দেবীপক্ষ শুরু হইয়াছিল; আজ সেই দেবীপক্ষের সমাপ্তি। ইতোমধ্যে মহিষাসুরমর্দিনী মা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; তিনি 'পুনরাগমনায় চ' প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবন কয়েকটি দিনের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল—'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ.....' —সর্বত্র মধুময়তা। অভাব, দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট—সবকে দিন কয়েকের জন্য দাবাইয়া রাখিয়া শুধু আনন্দ পাওয়া ও দেওয়ার পালা চলিয়াছিল।

মহাদেবীর প্রস্থানে বেদনাবিধুর জনচিত্ত সর্বপ্রকার দ্বেষ-হিংসা-মতান্তর-মনান্তর ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছে, শুভকামনা জানাইয়াছে নিকট ও দূরের আত্মবন্ধু তথা সর্বস্তরের মানুষকে। ৺বিজয়া তাই আন্তর প্রীতি বিনিময়ের উৎসব।

পূজার পর আজ আমাদের পত্রিকা প্রকাশের প্রথম পর্ব বলিয়া আমরা আমাদের পাঠকবর্গ, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদদাতা, হিতৈষী, পৃষ্ঠপোষক এবং সকলকে ৺বিজয়ার হার্দিক অভিনন্দন জানাইতেছি। দল-ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করিতেছি।

মহকুমার জনগণের সেবায় আমরা দীর্ঘদিন নিরত আছি। কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পত্রিকাকে চলিতে হইয়াছে। আসিয়াছে নানা বাধা, নানা ভয়। কিন্তু সবলের হুঙ্কারে অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার আমরা করি নাই; স্বার্থচিন্তায় ও স্বার্থ-পূরণের জন্য অসত্য ও অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দিই নাই। জনস্বার্থ পরিপন্থী বিষয়কে দ্বিধাহীন চিত্তে নিন্দা করিয়াছি এবং মানুষের মঙ্গলকেই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের ক্ষুদ্র এই সাপ্তাহিক তাহার সাধ্যমত জনসেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই মহকুমার সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা আমরা অর্জন করিতে পারিয়াছি। ইহা আত্মশ্লাঘা নহে, বরং এই চিন্তাই আমাদিগকে কর্মপথে আরও অগ্রসর হইতে প্রেরণা দান করিবে।

এ কথা সত্য যে, গত বৎসর আমরা মুখ খুলিয়া সব কথা বলিতে পারি নাই। দম্ভের উদ্যত খড়্গ, শক্তির অপপ্রয়োগ আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় ঠেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ সে অবস্থা নাই। বিচারের বাণী আর নীরবে নিভৃতে কাঁদিতে পারে না। মিথ্যার প্রলেপে সত্যের উপর কোন অবগুণ্ঠন টানিবার অবকাশ আর নাই। সাংবাদিকতার পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন স্বচ্ছ হইয়াছে, কণ্টকমুক্ত হইয়াছে। এই পুনর্লব্ধ শক্তির সঞ্জীবনে উদ্দীপিত হইয়া আমরাও সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়া কৃতার্থ। ৺মহাশক্তি আমাদের ক্ষমতা প্রদান করুন; দেশ ও দশের অকৃপণ সেবা আমাদের মূলমন্ত্র হউক।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান

বহু বছর থেকে প্রচারিত মহালয়ার পুণ্য প্রত্যুষে আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান বিষয়ে শ্রীসত্যনারায়ণ ভকতের লেখাটিতে দু'একটি তথ্যগত ভুল লক্ষ্য করলাম। প্রথমতঃ আকাশবাণী কলকাতার একজন প্যানেল মেম্বার হিসেবে আমি যতদূর জানি—বাণীকুমারের 'মহিষাসুর-মর্দিনী' অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়ে আসছে ১৯৩০ সাল থেকে, ১৯৩১ নয়। দ্বিতীয়তঃ গত বছর (১৯৭৬) যে নতুন প্রভাতী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল, সেটির নাম 'বন্দে দুর্গতি-হারিণীম্' নয়, 'দেবিং দুর্গতিহারিণীম্'। এ বিষয়ে আলোকপাত করায় শ্রীভকতকে ধন্যবাদ। —সাধনকুমার দাস, ভৈরবটোলা (লবণচোয়া)।

লেখকের বক্তব্যঃ পত্রলেখক সাধনকুমার দাস আকাশবাণীর বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান নিয়ে বিগত মহালয়ায় জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত আমার লেখাটিতে 'দু'একটি তথ্যগত ভুল' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন 'আমি যতদূর জানি বাণীকুমারের মহিষাসুর-মর্দিনী প্রচারিত হয়ে আসছে ১৯৩০ সাল থেকে'। সাধনবাবুর এই 'যতদূর' জানাটা আমার মনে হয় ঠিক নয়। কারণ, এ বছর আকাশবাণীর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নিজেই লিখেছেন, '১৯৩১ সাল কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জীবনেতিপক্ষে বিশেষ-ভাবে তাৎপর্যময়। কারণ, ঐ বছরেই আমরা আমাদের উত্তরকালে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সূচনা করি।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭-৮-৭৭, ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আর গত বছর প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ডঃ ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী নিজেই আমাকে বলেন 'এবার ছিল বন্দে দুর্গতি-হারিণীম্, আগেরটা মহিষাসুরমর্দিনী।' কাজেই নাম সম্পর্কে ভুলের দায়-দায়িত্ব আমার নয়, সে দায় ডঃ চক্রবর্তীর। —সত্যনারায়ণ ভকত।

স্কুলে মদ্যপান প্রসঙ্গে

গত ১২ অক্টোবরের জঙ্গিপুর সংবাদে 'স্কুলে মদ্যপান, চাঞ্চল্য' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি পড়ে আমরা, নয়নসুখ এল এন এস এম হাই স্কুলের (১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং গঙ্গা ভাঙনের দরুণ বর্তমানে জাফরগঞ্জ গ্রামে স্থানান্তরিত) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। সংবাদে যা বর্ণিত হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়। এ ধরনের ঘটনা অর্থাৎ স্কুলে মদ্যপান করা হয়, এটা আমাদের কল্পনার অতীত। পরিতাপের বিষয় যে, অপরিণত বয়স্ক ছাত্ররাও এই হীন আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি: 'তাড়ি তো হরবখতই চলে। যেমন গুরুর তেমনি চেলাদের।' শিক্ষকমশাইদের চরিত্র হনন এবং বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পবিত্রতা কলুষিত করার এই জঘন্যতম অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। —নয়নসুখ এল এন এস এম হাই স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিবৃন্দের পক্ষে অসীম কুমার চৌধুরী।

শ্লীলতাহানির ফলশ্রুতি

'শ্লীলতাহানির ফলশ্রুতি' শীর্ষক যে বিকৃত সংবাদ ১৯ অক্টোবরের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে আমরা, স্থানীয় জনসাধারণ, অত্যন্ত অবাক হয়েছি। এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কারণ সেদিন শ্লীলতাহানির কোন ঘটনাই ঘটেনি। সকলের অবগতির জন্য সত্য বিবরণ দিলাম: একজন বিড়ি মুনসী দীর্ঘদিন ধরে কম মজুরিতে বিড়ি শ্রমিকদের কাজ করাচ্ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ও প্যাকারস ইউনিয়নের পক্ষ হতে তার কাছ থেকে ৩·৯০ টাকা মজুরি দাবি করা হলে সে কিছু দালাল শ্রমিক দিয়ে গোপনে কাজ করাচ্ছিল। বিড়ি ইউনিয়নের দু'জন ছেলে ১১ অক্টোবর সেই কারখানায় যায়। সন্ধ্যায় কয়েকজন শ্রমিক বিড়ি জমা দিতে এলে তারা তাদের ন্যায্য মজুরির কথা বুঝিয়ে বলায় তারা বাড়ি ফিরে যায়। বিড়ি মুনসীর সহায়ক একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী কয়েকজন গুণ্ডার সাহায্যে ছেলে দু'জনকে বাড়ি ফেরার পথে প্রহার করে। প্রহৃত যুবকরা অর্জুনপুরে সি পি এম অফিসে ওই ঘটনা জানায়। কিছুক্ষণ পর আক্রমণকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সংশ্লিষ্ট বিড়ি মুনসীসহ গুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সি পি এম অফিসে হামলা করে এবং তালা ভেঙে অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করে। যাবার সময় তারা একটি ট্রাঙ্ক ও একটি লেদার ব্যাগ নিয়ে খুনের হুমকি দিতে দিতে চলে যায়। —স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে মহঃ আকসার আলি, অর্জুনপুর, ফরাক্কা।

স্কুল সম্পাদকের কুকীর্তি

২৪ আগষ্ট জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'স্কুলের ভেতর স্কুল সম্পাদকের কুকীর্তি' শীর্ষক সংবাদটি বিকৃত ও ত্রুটিপূর্ণ। ঘটনাটি সম্পাদকের ওপর আরোপিত মাত্র। সম্পাদক ও নাইট গার্ড আদৌ পলাতক নন। সম্পাদক সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে স্কুল শিক্ষকেরাও কোনো সভায় মিলিত হননি। ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় না করে তাকে প্রকাশ করা সত্যই দুঃখজনক। মেয়েটি এখন কোথায় এবং কার হেফাজতে? খোঁজ নিয়ে দেখুন, সে এখন চক্রান্তকারীদেরই চক্রব্যূহে। —মোঃ দাউদ মণ্ডল ও অন্যান্যরা, বোথারা, সাগরদীঘি।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ, ২৬ অক্টোবর—আজ আহিরণের কাছে জাতীয় সড়কে ফরাক্কাগামী একটি খালি লরিতে চাপা পড়ে এক কিশোর নিহত হয়েছে। লরির ধাক্কায় একটি গরুও সাংঘাতিক-ভাবে জখম হয়েছে। লরি চালককে আটক করা হয়েছে।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

জৈনদের পর্যুসান উৎসব

পর্যুসান জৈন সম্প্রদায়ের জাতীয় উৎসব। ভাদ্র মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। রাজস্থান প্রদেশ এই উৎসবের পীঠস্থান। মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্যুসান উৎসব পালন করে থাকেন। জেলার যে সমস্ত এলাকায় এই উৎসব পালন করা হয় তাদের মধ্যে আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জ অন্যতম। অন্য জায়গাগুলি হল ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গিপুর, কান্দী, বেলডাঙা, বহরমপুর প্রভৃত। আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে পর্যুসান উৎসব উপলক্ষে স্কুল-কলেজে দু'দিন ছুটি দেওয়া হয়।

পর্যুসান উৎসব আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে মহাসমারোহে পালিত হওয়ার পেছনে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজ-উ-দ্দৌলা যখন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন, মহতাব রায় তখন মুর্শিদাবাদের 'জগৎশেঠ' ছিলেন। জগৎশেঠ মহতাব রায়ের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল তৎকালীন রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর নামক এক নগরে। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁরা নাগর নগর থেকে মাড়োয়ারী বণিকদের সঙ্গে গৌড় রাজ্যে চলে আসেন। হুণ্ডী এবং মহাজনী কারবার ছিল তাঁদের পেশা। নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খানের আবেদনক্রমে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফরুখ্‌শিয়ার মহতাব রায়ের পূর্বপুরুষ মানিকচাঁদকে 'শেঠ' উপাধি প্রদান করেন। মানিকচাঁদের পুত্র ধনকুবের ফতেচাঁদ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সম্রাট তাঁকে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রদান করেন। জগৎশেঠ মহতাব রায় তাঁদেরই উত্তরপুরুষ। এই মহতাব রায়ই ইংরেজদের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করেন। তিনিই ছিলেন সিরাজকে রাজচ্যুত করার অন্যতম নেতা। ক্লাইভের চন্দননগর অধিকারের পর সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে জগৎশেঠ মহতাব রায়ই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য প্রথমে প্রস্তাব করেন। মীরজাফর তাতে সম্মত হন। এখানে বলা প্রয়োজন, জগৎ-শেঠ ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, রাজদত্ত উপাধি। (সুবল মিত্র সঙ্কলিত সরল বাঙ্গালা অভিধান, পৃঃ ৪৪২)।

সেই জগৎশেঠ মহতাব রায় যখন মুর্শিদাবাদে ছিলেন, তখন তাঁর সাহায্যের আশায় অনেক মাড়োয়ারী রাজস্থান থেকে এখানে আসতে শুরু করেন। তখনকার দিনে ভৌগোলিক কারণে রাজস্থানে জলের অভাব ঘটায় বহু লোক রাজস্থান ত্যাগ করেন। তখন থেকেই জগৎশেঠকে কেন্দ্র করে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে জৈন সম্প্রদায়ের (মাড়োয়ারী) বসবাস বাড়তে থাকে। ইদানীং আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জকে অনেকে 'দ্বিতীয় রাজস্থান' বলে অভিহিত করে থাকেন।

জৈন সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ মিলিয়ে শ্বেতাম্বর পরিবার আছেন ৪০০/৫০০; দিগম্বর পরিবার ৪০/৫০। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মাত্র একটি মন্দির আছে জিয়াগঞ্জের বাহুর-তলায়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মন্দির আছে এই দুই শহরে ১৪টি। প্রতি বৎসর জৈন সম্প্রদায়ের ৪০/৫০ হাজার তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে তীর্থ করতে আসেন। এ হিসাব ১৯৭৭ সালের।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর—এই দুই সম্প্রদায়ের উৎসব প্রায় একই রকমের ; উপাস্য দেবতাও একই—সেই ২৪ তীর্থঙ্কর। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব (আদিনাথ), শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর। জৈনধর্মে উল্লেখ আছে, ঋষভ দেবের আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে সভ্যতা ছিল না। ঋষভ দেবকে কেন্দ্র করেই সভ্যতার সূত্রপাত হয়। উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবের মধ্যে আছে পর্যুসান, ভগবানের নির্বাণ, আখাতিজ (অক্ষয় তৃতীয়া), ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, দেওয়ালী, মৌনী একাদশী, ওলি, জ্ঞানপঞ্চমী প্রভৃতি। এ সবের মধ্যে পর্যুসানই

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কিভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমতঃ বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

জৈনদের পর্যুসান উৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রেষ্ঠ উৎসব। উভয় সম্প্রদায়ই পর্যুসান উৎসব পালন করে থাকেন। তবে পার্থক্য কেবল পোশাকে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভগবানকে রাজকীয় পোশাকে সাজিয়ে রাখেন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের দেবতা নিরাভরণ। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় পর্যুসান উৎসব পালন করেন আট দিন—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশী থেকে শুক্লা চতুর্দশী পর্যন্ত। দিগম্বর সম্প্রদায় পর্যুসান উৎসব পালন করেন দশ দিন—ভাদ্র পঞ্চমী থেকে ভাদ্র চতুর্দশী পর্যন্ত। তাঁরা এই উৎসব দশ দিন পালন করেন বলে 'দশ লছ্মন্' শব্দটিকে বেশী গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ জৈন-দিগম্বরীরা পর্যুসানকে দশ লছ্মন্ বলে থাকেন। তাঁরা এই দশ দিন উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব, উত্তম আর্যব, উত্তম শৌচ, উত্তম সত্য, উত্তম সংযম, উত্তম তপ, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আকিঞ্চন ও উত্তম ব্রহ্মচার্য রূপে পালন করেন।

তিথি হিসেবে পর্যুসান উৎসবের হেরফের ঘটে থাকে, মাসের হেরফের ঘটে না—ভাদ্র মাসেই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক—এই চার মাস 'চাতুর্মাস' হিসেবে পালিত হয়। এই সময় জৈনদের গুরু বা ঋষি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিহার করেন না।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় পর্যুসান পর্ব আট দিন ধরে পালন করে থাকেন। এই সময় তাঁরা ত্যাগ, আহার নিয়ন্ত্রণ (উপবাস, আমিল। আমিল অর্থে একবার একই রকমের খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ।), একাসনা (এক আসনে বসে একবার খাওয়া) প্রভৃতি করে থাকেন। কোন কোন বছর এক মাস ধরে উপবাস করে থাকেন। উপবাসের সময় সকাল বিকেল দু'বার গরম জল ঠাণ্ডা করে খান। পর্যুসান উৎসবের দিনগুলিতে তাঁরা টাটকা সব্জী খান না। তাঁদের গুরুদেব পোষাল (ধর্মশাস্ত্র পাঠের স্থান)-এ ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। ভগবানের জীবনচরিত পাঠ করা হয়। জৈনরা নিষ্ঠার সঙ্গে তা শ্রবণ করেন। চতুর্দশীর দিন রথসহ শোভাযাত্রা বের হয়। শেষ দিন বিকেলে সমাজের বৃহৎ অংশ পোষালে গুরুর সামনে উপস্থিত হয়ে 'সম্বৎসরী প্রতিক্রমণ' করে পৃথিবীর সমুদয় জীবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরে সকলের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। একে 'ক্ষমৎখামনা' বলা হয়। যাঁরা উপবাস করেন তাঁদের 'জৈন শ্রমণ' বলা হয়। উৎসবের সময় যে বৎসর 'ক্ষত্তরগচ্ছ' এর শ্রেষ্ঠ গুরু আজিমগঞ্জে আসেন চাতুর্মাস পালনের জন্য, সেই বৎসর উৎসবের আকর্ষণ বাড়ে। উপাসনা, পূজার্চনা, ধর্ম্মালোচনা, নামগান, ভজন প্রভৃতি সাড়ম্বরে পালিত হয়। এবং ভাগীরথীর তীরে (আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ শহরের মাঝখান দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত) শান্তিপূজো এবং জলযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শান্তিজল সারা দেশে শান্তিরক্ষার্থে ছিটানো হয়। পর্যুসানের দিনগুলিতে আরতি, ভজন, পূজো প্রভৃতি করা হয়। জৈনরা পূজো করেন পাথরের মূর্তি; তাঁরা পূজোর পর কোন মূর্তি বিসর্জন করেন না।

জৈন সম্প্রদায় কালকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। উৎসরপণি ও অবসরপণি কাল। উৎসরপণি কাল ছ'রকমের—সুখমা, সুখমা সুখমা, সুখমা-দুখমা, দুখমা, দুখমা-দুখমা ও দুখমা-সুখমা। অবসরপণি কালও ছ'রকমের। উৎসরপণির ঠিক উল্টো। জৈনধর্ম্মে কথিত আছে বহু কাল আগে শ্রাবণ কৃষ্ণ প্রতিপদ থেকে ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী পর্যন্ত ৩৫ দিন ছিল পৃথিবীর সঙ্কট কাল। তখন পৃথিবীতে প্রলয় হচ্ছিল শিলা-বৃষ্টি, ঝড়বৃষ্টি ও তুফানে। কিছু ধার্মিক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। সঙ্কট কেটে গেলে ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন তাঁরা একত্রিত হয়ে ধার্মিক ক্রিয়া শুরু করেন। তখন থেকেই পর্যুসান উৎসবের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী প্রলয়ের কাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের বেড়া উৎসব সৃষ্টির সঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের পর্যুসান উৎসব সৃষ্টির মিল পাওয়া যায়। ধার্মিক ক্রিয়া, আত্মসংযম, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনই পর্যুসান উৎসবের তাৎপর্য।

(সম্প্রদায়গত পার্থক্য এবং ধর্ম্মগত তথ্য শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বিমলচাঁদ বোথরা এবং দিগম্বর সম্প্রদায়ের কর্পূরচাঁদ সারাওগীর সৌজন্যে সংগৃহীত।)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি সংস্কার বিভাগের জঙ্গিপুর মহকুমার কর্তৃত্বাধীন খেয়াঘাট/খুটাগাড়ী/হাটসমূহ আগামী বাংলা ১৩৮৫ সালের জন্য এক বৎসর মেয়াদে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে গভর্ণমেণ্ট এষ্টেট ম্যানুয়ালের ৭৫ নিয়মাবলীতে উল্লিখিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরি সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলাম ডাকের স্থান, তারিখ ও সময় খেয়াঘাট, খুটাগাড়ী ও হাটসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও সর্ত্তাবলী যে কোন অফিস কাজের দিনে (Working days) নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস অথবা তত্র মহকুমার যে কোন জে, এল, আর, ও অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম হইতে বিলি বন্দোবস্ত শুরু হইবে।

পি, আর, গাঙ্গুলী
মহকুমা ভূমি সংস্কার আধিকারিক
জঙ্গিপুর

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পরিশুদ্ধ জলের দাবি

ধুলিয়ান, ২৫ অক্টোবর—ধুলিয়ান পুরসভার ট্র্যাপের জল সম্পর্কে জনসাধারণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ ওই জল নাকি পানের উপযুক্ত নয়। তাই তাঁরা দাবি জানাচ্ছেন, পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হোক। অপর দিকে রাস্তার ধারে নালাগুলির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কাদায় ভর্তি হয়ে সেগুলি দুর্গন্ধময় হয়েছে এবং মশার উৎপাত বেড়েছে। ফলে নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়েছে। পুরাতন গঙ্গাঘাট রোডের উপর সব সময় বাড়ির নোংড়া জল জমে থাকায় পথচারীদের পথচলাও কষ্টকর হয়েছে। জনসাধারণ জল নিষ্কাশন ও নালা সংস্কারের দাবিও জানাচ্ছেন।

দুঃসাহসিক চুরি

মিরজাপুর, ২৫ অক্টোবর—গত মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ থানার এই গ্রামের সিদ্ধেশ্বর ব্যানারজির বাড়িতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোর দোতলা ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং দরজা খুলে ৪টি বাকস বের করে। ব্যানারজি পরিবারের সকলের পূজোর কাপড় ওই বাকস-গুলিতে ছিল, চোর সেগুলি নিয়ে চম্পট দেয় বলে জানা যায়।

ডাকাত ও জুয়ারী গ্রেপ্তার: রঘুনাথগঞ্জ থানার ৩ জন হোমগারড ২১ অক্টোবর শেষ রাতে উমরপুর থেকে আঃ করিম নামে কুখ্যাত এক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। বাড়ালায় পাইকারী হারে চুরি ও সুতী থানা এলাকায় ডাকাতির অভিযোগে বহুদিন থেকে তাকে খোঁজা হচ্ছিল।

সামসেরগঞ্জ পুলিশ বীরভূম জেলার মুরারই থানা এলাকায় ডাকাতির অভিযোগে সামসেরগঞ্জের রঘুনাথপুর গ্রাম থেকে এক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে এবং জুয়া খেলার সময় ধুলিয়ান শহর থেকে দুদিনে ছ'জন জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

নৌকা থেকে পড়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর—জয়-রামপুরের হাসিমুদ্দিন মণ্ডল (২৪) নামে একজন কাপড় ব্যবসায়ী গত শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ গাড়িঘাটে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। চারদিন পর তাঁর মৃতদেহ সাগরদীঘির গাদিঘাটে ভেসে ওঠে।

গঙ্গা ভাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতি

ধুলিয়ান, ২৫ অক্টোবর—গঙ্গা এ বছর ধুলিয়ানের ৮নং ওয়ারড, ৩নং ওয়ারডের লক্ষ্মীনগর এবং ফরাক্কার মহেশপুর, বিন্দুগ্রাম ও বেনিয়াগ্রাম এলাকায় ভেঙেছে। এর ফলে ৭০টি বাড়ি এবং বিন্দুগ্রাম ও বেনিয়াগ্রামে আমলিচুর বাগান গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কারুর পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। এক সাক্ষাৎকারে খবরটি দিয়েছেন ফরাক্কার এম এল এ হাসনাৎ খান।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ২৬ অক্টোবর—সাগরদীঘি স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিকী নক-আউট ফুটবল টুরনামেন-টের খেলা শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। নদীয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ১৮টি দল অংশ গ্রহণ করছেন। এই খেলাকে কেন্দ্র করে এখানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিজয়ী ও বিজিত দলকে এবার শীল্ডের সঙ্গে নগদ টাকা দেওয়া হবে।

মিরজাপুর থেকে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব পরিচালিত রানিং শীল্ড প্রতিযোগিতার ১ম ও ২য় রাউণ্ডের খেলা মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। খেলা দেখার জন্য এই অঞ্চলের হাজার হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত হচ্ছেন।

আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াকৌশল

অরঙ্গাবাদ, ২৫ অক্টোবর—স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দির পরিচালিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত প্রণবানন্দ ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে গত শুক্রবার বিকেলে লাঠিখেলাসহ বিভিন্ন প্রকার আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শিত হয়। পরে যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডি এন কলেজের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। যোগাসনে ১ম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কৃষ্ণ দাস, কুমারেশ সরকার ও গোরা সাহা।

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

মণিকাঞ্চন যোগ

ধ্রুব চৌধুরী: ফরাক্কা পুলিশ ষ্টেশনের অনতিদূরে একটি ছোট হোটেলে বসে আছি, সাপ্তাহিক পরি-ক্রমায় যদি কিছু মেলে। কেন না, ফরাক্কা আমার কাছে খুব চেনা নয়, ফলে আমিও অচেনা। সুফল ফলতে বেশী দেরী হলো না। তার আগের রাতে ওই থানার জাফরগঞ্জ গ্রামে ৩৪নং জাতীয় সড়কলাগা দাদনটোলা কনজিউমারস কো-অপারেটিভের দোকানের ক্যাশ বাকস চুরি যায় মাত্র ত্রিশ মিনিটের মালিকের চা খাওয়ার অনুপস্থিতিতে। দোকানেই ছিল একজন বারান্দায় বসে। ওই গ্রামেরই দোকানের পাশের বাড়ীর। চালার টালি তুলে ঘরে ঢুকে অন্য দরজা খুলে ক্যাশ বাকস নিয়ে উধাও। পরমুহূর্তেই তার আবির্ভাব এবং মালিকও ফিরেছে ততক্ষণে। একটি দরজা তালাবন্ধ থাকলেও পাশের দরজা খোলা।

দোকানে যে বসে ছিল বিশু পাল তাকেই ধরলো এবং দোকানের ভেতরে রাখা কাগজ পত্রের উপর সনাক্ত হলো তার পায়ের ছাপ। তাকে ধোলাই দেয়ার ব্যবস্থা হতেই সে স্বীকার করলো যে এটি তারই কাজ। ঘটনা-চক্রে থানার ছোটবাবু জীপ নিয়ে রাউণ্ডে বেরিয়ে সেখানে হাজির এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই বললেন, 'ব্যবস্থা করুন আমি ফিরে আসছি'। পাশেই যাত্রার আসর 'অভিশপ্ত ফুলশয্যা'—জেলার বাইরের নাট্য কোম্পানী। লোকে লোকারণ্য। জড়ো হলো ঘটনাস্থলে এবং হাটুরে ধোলাই চললো অমানুষিক। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে বিশুর স্বীকৃতি অনুযায়ী আরো দু' জনকে ধরা হয়। তাদের নাম জেনেছি মংলা আর ঘুরণ রায়। প্রহার অমানুষিক। তাদের আটক রাখা হয়। ভোর রাত চারটের সময় ফেরার পথে ছোটবাবু পুনরায় হাজির ঘটনাস্থলে। প্রহারের নমুনার হাল দেখে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তবুও নিয়ে গেলেন আসামী-দের। তারপর সকাল হতেই গ্রামের মাতব্বর মোড়ল মশাইরা আনাগোনা শুরু করলেন। বিকেলে যখন বসে আছি হোটেলে জনৈক মাতব্বরের কাছে শুনলাম থানায় চুরির এজেলা নেওয়া হয়নি—ইত্যাদি। পুলিশ হাজতে বারো ঘণ্টা আটক রাখার পর বিকেলে ছেড়ে দেয়া হয় মাতব্বরদের হাতে। ক্যাশ বাকস পাওয়া যায় ভাঙ্গা অবস্থায়। পুলিশের নির্দেশে ঘরে তুলে নেওয়া হয়।

বহু দেশী বিদেশী ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গত শুক্রবার উমরপুর মোড় থেকে বাঙলাদেশী এবং দেশী মিলে মোট ১৯ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রকাশ, ধৃত দেশী ও বিদেশীদের গন্তব্যস্থল ছিল ধুলিয়ান, উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার হাট থেকে গরু কিনে চোরাপথে বাঙলাদেশে পাচার।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ কুতুবপুর থেকে ২৫০টি বিদেশী ট্রেচলন কাপড় সমেত ৬ জন বাঙলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছে। পরদিন গোয়েন্দা পুলিশের হাতে রঘুনাথগঞ্জের সাইদাপুর থেকে দুটি কেমি ঘড়ি এবং ৩৯০ টাকার বাংলাদেশী মুদ্রা সমেত আরো একজন বাঙলাদেশী ধরা পড়েছে।

পারটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

এস ইউ সি দলের গোলাম মরতুজা এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, 'আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এস ইউ সি-র নেতৃত্ব পরিচালিত বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বিগত ঐতিহাসিক নির্বাচনে ফ্রন্ট বিরোধী কার্যকলাপের জঘন্য ভূমিকায় এই পারটির মুখোশ খুলে যায়। দলের অভ্যন্তরে একনায়ক-তন্ত্র, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য-বিরোধী কার্যাবলী, সঙ্কীর্ণ দলবাজি প্রভৃতির জন্য পারটির সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি।'

কলেরা-ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবর—গত সপ্তাহে ফরাক্কা থানার বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলে ৩ জন এবং ধুলিয়ান পুরসভার ৪নং ওয়ারডের ৩ জন গ্যাসট্রোএন-ট্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। কয়েক সপ্তাহ আগে একই রোগে নিমতিতায় ২০ জন এবং অরঙ্গাবাদে ২ জন আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ছাড়াও এ মাসে রঘুনাথগঞ্জ থানার দস্তামারা গ্রামের ৪ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। দুমকার বারহাইত থেকে ম্যালেরিয়ার আমদানী ঘটে বলে জানা যায়। রোগ প্রতিষেধক সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। খবরগুলি জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের।

অবস্থান ও অনশন

অরঙ্গাবাদ, ২৬ অকটোবর—বাৎসরিক বন্ধের মেয়াদ ৭ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৪ দিন করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল এখানে মুর্শিদাবাদ বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং প্রাঃ লিঃ এর সামনে আই এন টি ইউ সি-র সমর্থকরা অনশন এবং সি টু-র সমর্থকরা অবস্থান ধর্মঘট করেন। বিকেলে সি টু এবং আই এন টি ইউ সি-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে কোম্পানী দাবি মেনে নিলে অনশন এবং অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বোম্বাই প্রবণতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসেন এবং সনাক্ত করেন। তখন তাদের ভিকটোরিয়া টারমিনাসের পরিবর্তে জঙ্গিপুর রোডের টিকিট দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এর কয়েকদিন পর দ্বিতীয় একটি দল যায়। এই দলে ছিল ৬ জন। দু'জনের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ শহরের বালিঘাটা পল্লী, চারজনের বাড়ি ফাঁসিতলা পল্লী। এরাও শেষ পর্যন্ত বোম্বাই পৌঁছতে পারেনি। বিনা টিকিটে জঙ্গিপুর রোড থেকে হাওড়া যাবার পথে ধরা পড়ে। এবং একদিন হাজত খেটে ১৬ অকটোবর বাড়ি ফিরে আসে।

আরো দুটি ঘটনা। রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুভাষ সেন। থাকে বালিঘাটায় এক ভাড়া বাড়িতে। হঠাৎ খেয়াল চাপলো, স্কুলের এক মাসের বেতন ৫৬০ টাকা এবং একটি ঘড়ি নিয়ে বৈশাখ মাসে উধাও হল। এই ক'মাস ওর বাবা বহু খোঁজাখুজির পর আসানসোলের হীরাপুর পল্লীর ১টি সিনেমা হল থেকে ধরে নিয়ে এলেন পুজোর দু'দিন আগে। বালিঘাটার সেন্টু ঘোষ চাকরির আশায় একজন লোকের সঙ্গে চার মাস আগে পাড়ি দিয়েছিল বোম্বাই। বি এন আর রেলপথের নাগপুর ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁচেছিল। প্লাটফরমেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার টাকা পয়সা নিয়ে সঙ্গের লোকটি হাওড়া। সুতরাং আবার ফেরার পালা। নাগপুর থেকে হাওড়া হয়ে বহু কষ্টে চার মাস পর বাড়ি ফিরে এসেছে।

আন্দোলন দানা বাঁধছে

সাগরদীঘি, ২৫ অকটোবর—কাবিলপুর আঞ্চলিক কৃষক সভার পরিচালনায় বালাগাছি দামোস বিলের অধীন ডোবা জমি ও জায়গার ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরে প্রকাশ, যাঁদের জমি এই বিলে ডুবে গিয়েছে, তাঁরাও মাছ ধরতে চাইছেন। কিন্তু ইজারাদার বাধা দিচ্ছেন যেহেতু তিনি বিলটি ডেকেছেন। গণ্ডগোলের মূল এখানেই। বিষয়টি মন্ত্রীসভা পর্যন্ত গড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্বিঘ্নে পূজো সমাপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নরনারায়ণ সেবার খবর পাওয়া গিয়েছে। বীরথম্বা গ্রামে বিসর্জনকে কেন্দ্র করে দুই দলে মারপিট বাধলে কয়েকজন আহত হন বলে জানা যায়।

গদাইপুরে শারদোৎসব ঃ প্রতিবারের মত এবারেও গদাইপুরে পেটকাটিরূপী মা দুর্গার পূজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধি ও নবমী পূজার বিভিন্ন দিনে এই উপলক্ষে প্রায় শতাধিক পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। কয়েক হাজার লোকের সমাগম ঘটে। রবিবার দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান ঘাটে পেটকাটির বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

লক্ষ্মী পূজা ঃ আজ বুধবার, ২৬ অকটোবর, পূর্ণিমা—সর্বত্র কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কয়লার দাম কি বেড়েছে ?

ধুলিয়ান, ২৫ অকটোবর—এখানকার সমস্ত কয়লার ডিপো থেকে প্রায় এক মাস ধরে ২২'৫০ টাকা কুইন্টাল দরে কয়লা বিক্রি হচ্ছে। অথচ ক্রেতা-সাধারণ জানেন, প্রতি কুইন্টাল কয়লার বিক্রয় মূল্য ১৭'৮৮ টাকা। কিন্তু এখানে কেন বেশী দাম নেওয়া হচ্ছে ক্রেতারা জানেন না। ডিপোগুলি থেকে মেমো দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ।

বাড়ী বিক্রয়

তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম আলাদা, জলের সুন্দর ব্যবস্থাসহ আনুমানিক আড়াই শতক পরিমাণ বাড়ী (রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির দক্ষিণ দিকে) সদর রাস্তার উপর বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন :—

শ্রীকালিদাস বড়াল
৮৫নং পাঠবাড়ী লেন
কলকাতা—৩৫

বিজয়ার শুভ কামনাসহ

গান্ধী স্মারক-নিধি

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

গান্ধী জয়ন্তী ও পূজা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট ঃ

১) খাদি ৩০% ২) রীল্ড সিল্ক ১০% ৩) স্পান সিল্ক ২০%

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদি।

আপনারা আজই যোগাযোগ করুন।

প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যান্ত খোলা থাকিবে ৭, ৮, ৯ ও ১১ নভেম্বর '৭৭ পর্য্যন্ত উক্ত রিবেট দেওয়া হইবে।

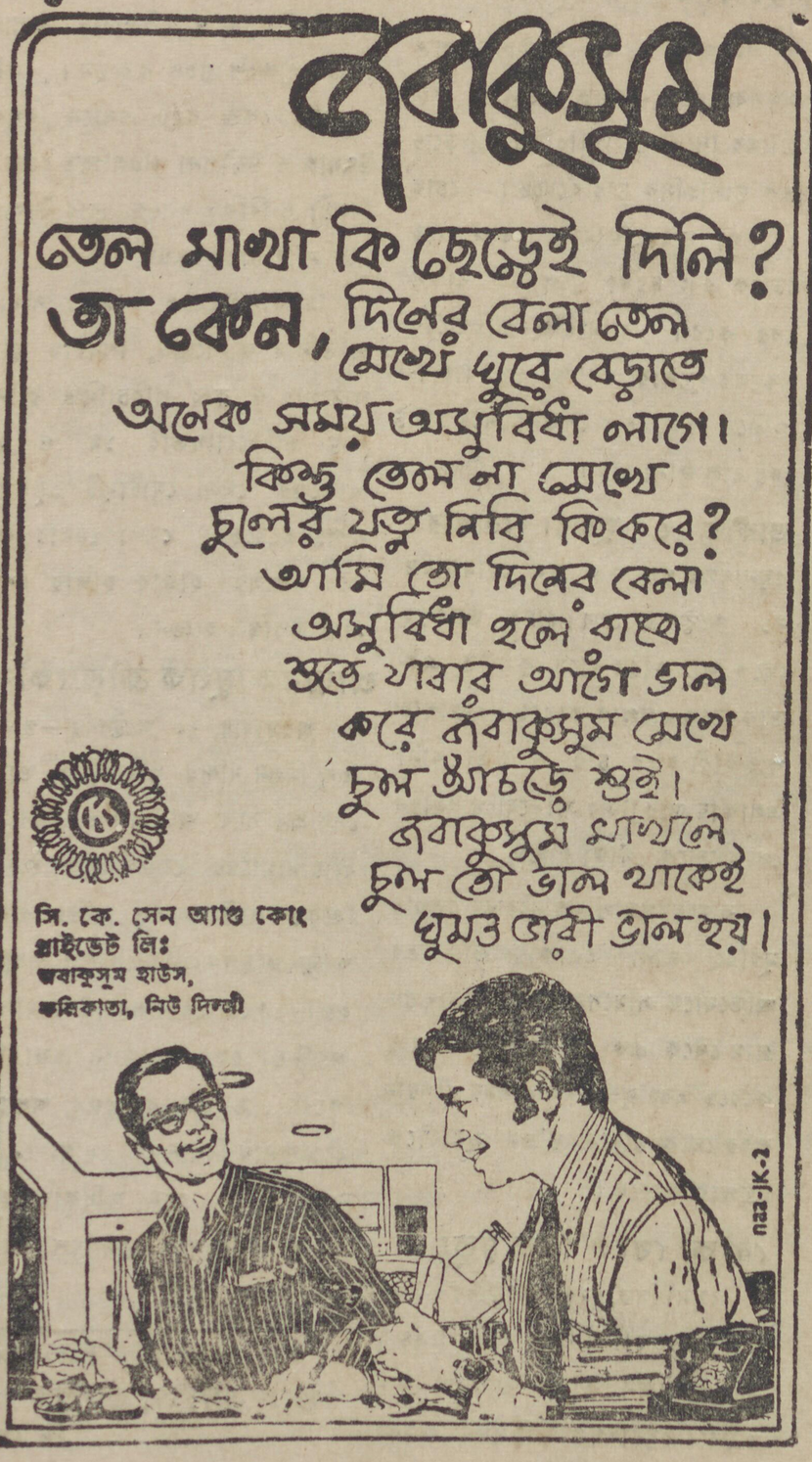

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।